ভবন ও অন্যবিধ নির্মাণকার্য শ্রমিক আইন, ১৯৯৬

নিয়োজন সম্পর্কিত প্রনিয়মাবলী ও কাজের শর্তাবলী

নির্মাণ শ্রমিক বলতে বোঝায় এমন ধরণের শ্রমিকদেরকে যাঁরা দক্ষ, আংশিক দক্ষ বা অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কোন কাজে বা কায়িক শ্রমের কোন কাজে অথবা তত্ত্বাবধানের, প্রযুক্তিগত বা ভাড়ায় বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মরত। নির্মাণ শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য ১৯৯৬ সালে ভবন ও অন্যবিধ নির্মাণ কার্য শ্রমিক আইন, ১৯৯৬ (নিয়োজন সম্পর্কিত প্রনিয়মাবলী কাজের শর্তাবলী) প্রণীত হয়। এই আইনটি সমগ্র ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ১৯৯৬ এর ১লা মার্চ থেকে এই আইনটি সারা ভারতে চালু হয়েছে।

নির্মাণ শ্রমিকদের মধ্যে একটা বড় অংশ মহিলাশ্রমিক। তাই এই আইনে মহিলা শ্রমিকদের জন্য আলাদা করে বিশেষ কিছু বলা না থাকলেও সাধারণ শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাকারী কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হল যেগুলি মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য।

হিতভোগী তহবিল

(১) ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে যাঁদের বয়স এমন যে কোন নির্মাণশ্রমিক যিনি বিগত ১২ মাসের মধ্যে অন্ততঃ ৯০ দিন কোন ভবন বা অন্যান্য নির্মাণ কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা এই আইনের অধীনে ভবন ও নির্মাণ কাজের শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিলের হিতভোগী হিসাবে নথিভুক্ত হওয়ার যোগ্য। নথিভুক্তির জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ৫০ টাকা ফি সহ সরকার গঠিত ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের ওয়েলফেয়ার বোর্ডের নির্দিষ্ট আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। ঐ আধিকারিক যদি দরখাস্তকারীর দেওয়া যাবতীয় তথ্যে সন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি হিতভোগী হিসাবে ঐ নির্মাণ শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত করে নেবেন। যদি কারোর দবখাস্ত নাকচ হয়ে যায় তাহলেও তার আগে আবেদনকারীর বক্তব্য শুনতে হবে। আবেদনকারীর দরখাস্ত নাকচ হয়ে গেলে ত্রিশ দিনের মধ্যে পুনরায় আবেদন জানাতে পারেন। তবে ঐ আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে। যারা শ্রমিক হিসাবে এই আইনের আওতাভুক্ত তারা ঐ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের যে হিতভোগী তহবিল রয়েছে তার থেকে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য।

(২) উক্ত ওয়েলফেয়ার বোর্ড প্রতি হিতভোগীকে ঐ হিতভোগীর ছবি সহ একটি পরিচয় পত্র দেবেন এবং সেখানে যার অধীনে ঐ হিতভোগী নির্মাণ কাজে যুক্ত তিনি নির্মাণের ধরণ ও সঙ্গে বিস্তারিত তথ্য লিখে হিতভোগীকে ফেরৎ দেবেন। বোর্ড বা সরকারী আধিকারিক বা পরিদর্শক অথবা কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনের সময় যখনই এই পরিচয়পত্র দেখতে চাইবেন, হিতভোগীকে সঙ্গে সঙ্গে তা দেখাতে হবে।

(৩) ৬০ বছর বয়স হয়ে গেলে অথবা এক বছরের মধ্যে ৯০ দিনের কম দিন নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকলে কোন নির্মাণ শ্রমিক এই আইনের অধীনে কোন সুবিধা পাবেন না। অবশ্য ৬০ বছর বয়স হওয়ার ঠিক আগের তিন বছর একটানা যদি তিনি হিতভোগী হিসাবে থাকেন, তাহলে তিনি এই আইনের অধীনে হিতভোগী হিসাবে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য।

(৪) গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে যুক্ত মালিক পক্ষ অবশ্যই নির্মাণ শ্রমিকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য যথা তাদের নাম, কাজের ধরণ, কতটা ও কতদিন কাজ, কত মজুরী ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত নথি রাখবেন যেটি বোর্ডের নির্দিষ্ট আধিকারিক কোন রকম নোটিশ ছাড়াই দেখতে চাইতে পারেন। যেখানে শ্রমিকরা কাজ করেন, সেখানে নোটিশ আকারে এইসব তথ্য মালিক পক্ষ রাখবেন।

(৫) এই আইনের অধীনে হিতভোগী হিসাবে নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকদের যতদিন পর্যন্ত ৬০ বছর বয়স পূর্ণ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নির্ধারিত হারে হিতভোগী তহবিলে প্রতি মাসে টাকা জমা করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ শ্রমিকের জন্য এই হার বিভিন্ন ধরণের হবে। নির্মাণ শ্রমিকের আবেদনের ভিত্তিতে এই চাঁদার সম পরিমাণ টাকা মালিক তার মাস মাইনে থেকে কাটতে পারেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে বোর্ডকে সেই তথ্য জানাতে হবে। টানা এক বছর চাঁদা প্রদান না করলে হিতভোগী হিসাবে ঐ শ্রমিকের নাম বাদ হয়ে যাবে।

ছুটি ও মজুরী

(৬) প্রতি শ্রমিক প্রতি সাতদিনে এক দিন ছুটি পাবেন। অবশ্য জরুরী কাজের ক্ষেত্রে এই ছুটি বাতিল হয়ে যেতে পারে।

(৭) যে সব ব্যক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বা প্রস্তুতিমূলক কাজের সঙ্গে অথবা কারিগরী কাজের সঙ্গে যুক্ত যা সময় শেষ হওয়ার আগে কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে সে ক্ষেত্রেও ছুটির নিয়ম কার্যকর হবে না।

(৮) প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্মাণ শ্রমিক কাজ করবেন, তার মধ্যে এক বা একাধিক বিরতিকাল থাকবে।

(৯) যদি কোন নির্মাণ শ্রমিক কোন দিন তাঁর কাজের নির্ধারিত সময়ের সাধারণ সীমার পরেও কাজ করেন তবে ঐ দিন তাঁর দৈনিক সাধারণ মজুরির দ্বিগুণ হারে মজুরি পাবেন।

যাঁদের নিযুক্ত করা যাবে না

(১০) যে ব্যক্তি কানে কম শোনেন বা চোখে কম দেখেন বা যাদের মাথা ঘোরার অসুখ আছে তাদের নির্মাণ - ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যাবে না। কারণ, দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে।

অন্যান্য সুবিধা

(১১) শ্রমিকরা যেখানে কাজ করবেন সেখানে সহজ নাগালের মধ্যে পরিস্রুত পানীয় জল, যথেষ্ট সংখ্যক শৌচাগার, কলঘর থাকবে এবং এগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(১২) মালিকপক্ষকে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কাজের জায়গায় বিনামূল্যে সাময়িকভাবে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এখানে রান্না করা, কাপড় কাচা, শৌচাগার ও কলঘরের সুবিধা থাকতে হবে। কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে সাময়িক বাসস্থানগুলি ভেঙে ফেলতে হবে।

(১৩) যেখানে পঞ্চাশজন বা তার বেশি মহিলা শ্রমিক কাজে নিযুক্ত আছেন তাদের ৬ বছরের কমবয়সী শিশুদের রাখার জন্য যথেষ্ট আলোবাতাসযুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শৌচাগারযুক্ত ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের দেখাশোনার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের দায়িত্ব দিতে হবে।

(১৪) ভবন ও অন্যবিধ নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে নির্মাণস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১৫) যেখানে ২৫০ অথবা তার বেশি শ্রমিক কাজ করেন সেখানে ক্যান্টিনের ব্যবস্থা মালিকপক্ষকে করে দিতে হবে। এছাড়া ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ ও সহায়তার জন্য যা যা সুবিধা দরকার মালিকপক্ষকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যবস্থা

(১৬) যে সংস্থায় ৫০০ বা তার বেশি ভবননির্মাণ শ্রমিক কাজ করেন সেখানে মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের সমপরিমাণ সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে রাজ্যসরকার নিয়মমাফিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করবেন। একজন নিরাপত্তা অফিসার নিয়োগ করতে হবে তার যোগ্যতা ও কর্তব্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী হবে।

দুর্ঘটনার নোটিশ

(১৭) যদি কাজ করার সময় কোন দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু হয় তাহলে অথবা কোন শ্রমিক যদি শারীরিকভাবে আহত হন এবং যে কারণে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টার পরেও সেই শ্রমিক কাজে যোগ দিতে না পারে তাহলে মালিক পক্ষকে পুরো ঘটনা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনানুযায়ী অনুসন্ধান চালাবে। যদি দুর্ঘটনার ফলে পাঁচশ বা তার বেশি শ্রমিক একসঙ্গে মারা যান তাহলে নোটিশ পাওয়ার এক মাসের মধ্যে কর্তৃপক্ষকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে।

(১৮) যে জায়গায় নির্মাণ কাজ চলছে সেই সব জায়গায় পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে দেখতে যেতে পারেন বা নথিপত্র চাইতে পারেন।

(১৯) গৃহ ও নির্মাণ কাজে যুক্ত শ্রমিকরা যে সংস্থার অধীনে কাজ করেন সেই সংস্থার মালিকপক্ষের শ্রমিকদের মজুরী দেওয়ার দায়িত্ব। কোন ঠিকাদার কোন শ্রমিককে পাওনা না দিলে বা দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে বা অথর্ব হয়ে পড়লে মালিকপক্ষকে ক্ষতিপূরণসহ শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে।

শাস্তি ঃ

যদি কেউ শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত এই আইনানুগ কোন নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে তার তিনমাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হবে। বার বার এই আইনের বিভিন্ন ধারায় অপরাধ করলে তার উপরোক্ত শাস্তির সঙ্গে যতদিন সে এই আইন লঙ্ঘন করেছে তার দিন প্রতি আরো এক হাজার টাকা জরিমানা হবে। একবার এই আইনের একটি ধারা লঙ্ঘনে অপরাধী সাব্যস্ত হলে, আবার সেই ধারা লঙ্ঘন করলে তাকে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা পাঁচশ থেকে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে অথবা দুটোই একসঙ্গে চলবে।

জেনে রাখা দরকার

কোন শ্রমিক যদি এই আইনের অধীনে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে তিনি সর্ব প্রথমে মুখ্য পরিদর্শকের কাছে আবেদন করবেন।